



234012 - রমযান মাস ৩০ দিনের হোক কিংবা ২৯ দিনের হোক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শেষে দশক শুরু হয়

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু রমযানের শেষে দশক সম্পর্কে আমার মনে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করছেন। আমার বন্ধু বলেন: যদি রমযান মাস ২৯ দিনের হয় তাহলে ১৯-২৯ তারিখ পর্যন্ত শেষে দশক হবে। শেষে দশককে বজোড় রাত্রিগুলো আমি কিভাবে জানতে পারি? এ ব্যাপারে আপনাদের কী প্রত্যুত্তর?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের শেষে দশক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শুরু হয়। চাই ৩০ দিনে মাস হোক কিংবা ২৯ দিনে। এটি প্রমাণ করে সহি বুখারী (৮১৩) ও সহি মুসলিমের (১১৬৭) হাদিস: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গী ইতিকাফ করলাম। তখন জবিরাদিল (আঃ) এসে বললেন: ‘আপনি যা তালাশ করছেন সেটা সামনে’। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ইতিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম। তখন পুনরায় জবিরাদিল (আঃ) এসে বললেন: ‘আপনি যা তালাশ করছেন সেটা সামনে’। এরপর রমযানের বশি তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন: ‘যারা আল্লাহর নবীর সঙ্গী ইতিকাফ করতে চান তারা যেন ফরিদে আসনে (আবার ইতিকাফ করেন)। কেননা আমাকে স্বপ্নে লাইলাতুল কদর অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারণিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নঃসন্দেহে তা শেষে দশ দিনের কোন এক বজোড় তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সজিদা করছি। তখন মসজিদে ছাদ খজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মঘে) দেখিনি। হঠাৎ করে পাতলা একটি মঘে আসল এবং আমাদের উপর বৃষ্টি নামল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চহ্ন দেখতে পেলোম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।”

সহি বুখারীর অপর এর রওয়ায়েতে (২০২৭) এসেছে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মধ্যম দশকে ইতিকাফ করতেন। এক বছর তিনি ইতিকাফ করলেন। যখন একুশের রাত এল, যে রাতের সকালে তিনি তাঁর ইতিকাফ হতে বের হতেন, তখন তিনি বললেন: যারা আমার সংগে ইতিকাফ করেছে তারা যেন শেষে দশকও ইতিকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই



রাত (লাইলাতুল কদর) দেখোনটা হয়েছিল, পরে আমাকে তা (সঠিকি তারখি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্ননে দেখতে পয়েছে যি, ঐ রাতরে সকালে আমি কাদা-পানরি মাঝে সজিদা করছি। তমেরা তা শেষে দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যকে বজেডোড় রাততে তালাশ কর। পরে এই রাততে আকাশ হতে বৃষ্টি হিল। মসজদি ছিল ছাদবহীন। তাই মসজদি বৃষ্টির ফোটা পড়ল। একুশরে রাতরে সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালে কাদা-পানরি চহ্ন আমার এ দু'চোখে দেখতে পায়।”

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“এটা সুস্পষ্ট যি, খোতবাটি ছিল বশি তারখি ভোরেরে। আর বৃষ্টি নমেছে ২১ তারখি রাতেরে।”[ফাতহুল বারী (৪/২৫৭) থেকে সমাপ্ত]

সহহি বুখারী (২০১৭) ও সহহি মুসলিম (১১৬৭)এর অপর এক রওয়ায়তে এসছে যি, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসরে মাঝরে দশকে ইতকিফ করতনে। বশি তারখি গত হয়ে যখন সন্ধ্যা হত এবং একুশ তারখি শুরু হত তখন তিনি ঘরে ফিরে আসতনে। এবং তাঁর সঙ্গে যারা ইতকিফ করছিলেন সকলই নজি নজি বাড়ীতে ফিরে আসতনে।” এর থেকেও বুঝা যায় যি, শেষে দশক ২১ শে রমযানরে রাত থেকে শুরু হয়।

এ কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠ আলমেগণরে মাযহাব (এদের মধ্যে চার মাযহাবের ইমামগণও রয়ছেন) হচ্ছ: যি ব্যক্তি শেষে দশ দিন ইতকিফ করতে চায় সে যেন একুশরে রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তরে পূর্ববাই মসজদি প্রবেশে করে।

আরও জানতে দেখুন: [14046](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শেষে দশকরে বজেডোড় রাতগুলো হচ্ছ- একুশ, তইশ, পঁচশি, সাতাশ ও ঊনত্রিশ এর রাত।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

লাইলাতুল কদর রমযানরে মধ্যবাই রয়ছে। এ রাত রমযানরে শেষে দশকবাই রয়ছে। শেষে দশকরে বজেডোড় রাতগুলোতই রয়ছে। বজেডোড় রাতগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন রাততে নই। এ বিষয়ে বর্ণতি হাদিসগুলোর সম্মিলিত নির্দেশনা এটাই প্রমাণ করে।[ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।